দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3.NOV.1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

79

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বিধি লংঘন, স্বেচ্ছাচারিতা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগবিধি লংঘন করা হচ্ছে। যোগ্য প্রার্থীদের প্রতি অবিচার তো করা হচ্ছেই, যে পদে কম প্রয়োজন সে পদে বিধি লংঘন করে অতিরিক্ত শিক্ষক নেয়া হচ্ছে শুধুমাত্র পছন্দসই ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানা গেছেঃ সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে দু' জন শিক্ষক নিয়োগ

নিয়োগ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

নিয়োগ ঃ স্বেচ্ছাচারিতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে সাড়া দিয়ে আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম-ফিল ও পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারীদের বাদ দিয়ে শুধু এম এ পাস চারজনকে লেকচারার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এমনকি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দেশের অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন প্রার্থী এবং 'রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়ে গবেষক পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারী প্রার্থীকেও নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। তাদের কেউ লেকচারার পদে নিয়োগ লাভে রাজি কিনা সে ব্যাপারেও তাদের বিকল্প চিন্তার সুযোগ দেয়া হয়নি।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন সহকারী অধ্যাপক নেই। সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার মিলিয়ে মোট ৭টি পদ খালি। প্রায় এক বছর আগে একটি লেকচারার পদে দরখাস্ত আহ্বান করা হলে পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারীসহ ১২ জন আবেদন করেন। তখনো পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারীদের বিবেচনা না করে অন্য একজনকে নিয়োগ করা হয়। কিছুদিন পর উপাচার্য 'সহকারী অধ্যাপক' পদে নিয়োগ করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়ার নির্দেশ দেন; কিন্তু এ সময় কে বা কারা এতে 'সহকারী অধ্যাপক' পদের পাশে 'অবলিগ' চিহ্ন দিয়ে লেকচারার যোগ করে দেন। বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে, সহকারী অধ্যাপক ও লেকচারার পদে ২ জন নিয়োগ করা হবে।

সম্প্রতি সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য ৬ জন এবং লেকচারার পদের জন্য ৯ জনকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী যে ক্যাটাগরির যতজন শিক্ষকের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয় ইন্টারভিউ বোর্ড ইচ্ছে করলে তাদের চেয়ে একজন বেশি নিয়োগ করতে পারেন। সে হিসেবে সহকারী অধ্যাপক পদে ২ জন ও লেকচারার পদে ২ জন মোট ৪ জনকে নিয়োগ করা যায়; কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারশেষে শুধু লেকচারার পদেই ৪ জনকে নিয়োগ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগবিধিরই সুস্পষ্ট লংঘন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি ডিগ্রি, একাধিক রিসার্চ ওয়ার্ক এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সহকারী অধ্যাপক পদে কাউকে নিয়োগের জন্যই বিবেচনা করা হয়নি। অথচ এই পদে নিয়োগের জন্যই দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও সহকারী অধ্যাপক পদে যদি কাউকে নিয়োগ না করাই হয় তাহলে বিজ্ঞাপন দেয়া বা তাদের সাক্ষাৎকারে ডাকার প্রহসনই বা কেন? জানা গেছে, সাক্ষাৎকারে ডাকা ৬ জন সরকারী অধ্যাপক পদপ্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের পিএইচ-ডি ডিগ্রি ছিল না, ৩ জনের ছিল। পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারীদের আবেদন বা বিকল্প চিন্তার সুযোগ না দিয়েই শুধু সাধারণ এম, এ পাস ৪ জনকে (বিধি লংঘন করে) লেকচারার পদে নিয়োগ করার রহস্যই বা কি তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও এর বাইরে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞাপনে বলা ছিল যে, পিএইচ-ডি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্ত শিথিলযোগ্য।